তারিখ: ২ মে ২০১৬

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শ্রমিকের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে কারখানা ভবন নির্মাণকে বীমার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন

মে দিবস উপলক্ষে আজ ২রা মে প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষায়িত বেসরকারি সংস্থা সেইফ্‌টি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) ও আইন সহায়তাকারী সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর ব্যবস্থাপনায় "নিরাপদ কর্মক্ষেত্র: পোশাক কারখানা ভবন সংস্কারে করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, শ্রমিকের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে কারখানা ভবন নির্মাণকে বীমার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। তারা আরো বলেন ভবন সংস্কারই যথেষ্ট নয় শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরী সহ অন্যান্য অধিকারের বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রি জনাব মো: মুজিবুল হক এমপি বলেন- বাংলাদেশে শিল্পকারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ভাববার সময় এসেছে। ২০০৬ সালের প্রণীত আইনের বিধিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বেশীরভাগ শ্রমিক তাদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারন সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন- কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালিকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, এছাড়া নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধি বিধান সকল পক্ষ ঠিকমত অনুসরণ করছে কি না তা দেখার দায়িত্ব সরকারের।

সেমিনারে, সভাপতির বক্তব্যে বিচারপতি মো: আওলাদ আলী বলেন, শ্রমিকের নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের জন্য শ্রম আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এজন্য শ্রমিক-মালিক-সরকারের একযোগে কাজ করতে হবে।

এছাড়া সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব সৈয়দ আহম্মদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর; জনাব ড. মেহেদি আহমেদ আনসারী, প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, বুয়েট; জনাব মেসবাহ রাবিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড এমডি, অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেইফ্‌টি এন্ড রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা এবং ব্লাস্টের উপ-পরিচালক (লিগ্যাল) অ্যাড. মোঃ বরকত আলী।

সেমিনারে যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল কারখানা ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানতে বাধ্য করা, প্রতিটি কারখানায় অগ্নি নির্বাপক ব্যাবস্থা নিশ্চিত করা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মালিক কর্তৃক সমন্বিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা,ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদিসহ নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপকরণাদি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এগুলো আমদানির ওপর অনাকাঙ্খিত মূল্য সংযোজন কর পরিহার করা , কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট মাণদন্ড নির্ধারণ করা। এছাড়া ছোট ও মাঝারি ধরনের কারখানা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করতে হবে। সেমিনারে বক্তারা বলেন যে ভবন সংস্কারে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স এর সুপারিশ অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

সেমিনারে সেইফ্‌টি এন্ড রাইটস কর্তৃক পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত ৭ বছরে (২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের সংখ্যা মোট ৩,৭২৯ জন। .

সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বিলস্। সেমিনারে বিচারক, শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও, অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি,শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, শ্রম অধিকার কর্মী এবং মানবাধিকার কর্মীগণও অংশগ্রহণ করেন।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার, উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd